ইসরায়েলের নির্বাচনে পরাজয়ের শঙ্কায় নেতানিয়াহুর জোট



ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু। ছবি: সংগৃহীত

ইসরায়েলের সাধারণ নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর নেতৃত্বাধীন জোট সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাতে পারে বলে ইঙ্গিত দিয়েছে কয়েকটি টেলিভিশন চ্যানেলের বুথফেরত জরিপ। তবে বিরোধী দলগুলো এগিয়ে থাকলেও নতুন সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় আসন নিশ্চিত করা তাদের জন্য কঠিন হতে পারে।

মঙ্গলবার (২৭ অক্টোবর) ভোটগ্রহণ শেষে প্রকাশিত তিনটি প্রধান টেলিভিশন চ্যানেলের জরিপ অনুযায়ী, ১২০ আসনের পার্লামেন্ট নেসেটে নেতানিয়াহুর জোট ৫০ থেকে ৫১টি আসন পেতে পারে। অন্যদিকে, ইহুদি-নেতৃত্বাধীন বিরোধী দলগুলো পেতে পারে ৫১ থেকে ৫২টি আসন। সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজন অন্তত ৬১টি আসন।

জরিপে আরব-নেতৃত্বাধীন জয়েন্ট লিস্ট ও রা'আম দল মিলিয়ে ১৮টি আসন পেতে পারে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। বর্তমান পার্লামেন্টে দল দুটির মোট আসন ১০। তবে বিরোধী শিবিরের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দল আরব দলগুলোর সঙ্গে জোট না করার প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় সরকার গঠনের সমীকরণ জটিল হয়ে উঠেছে।

তেলআবিবে ইয়াশার পার্টির সদর দপ্তরে বুথফেরত জরিপের ফল প্রকাশের পর সমর্থকদের উল্লাস করতে দেখা যায়। বিরোধী শিবিরের নেতৃত্বে থাকা গাদি আইজেনকোটের দল ২১ থেকে ২৩টি আসন পেতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। অন্যদিকে, নেতানিয়াহুর লিকুদ পার্টি ২৪ থেকে ২৫টি আসন নিয়ে পার্লামেন্টের বৃহত্তম দল হতে পারে। ২০২২ সালের নির্বাচনে দলটি ৩২টি আসন পেয়েছিল।

জরিপ অনুযায়ী, বিরোধী দল বিয়াখাদ ১২ থেকে ১৩টি, ডেমোক্র্যাটস পার্টি ৯ থেকে ১০টি এবং ইসরায়েল বেইতেনু ৭ থেকে ৮টি আসন পেতে পারে। অতি-রক্ষণশীল শাস ৬ থেকে ৮টি এবং ইউনাইটেড তোরাহ জুদাইজম ৬ থেকে ৭টি আসন পেতে পারে। উগ্র ডানপন্থি ওতজমা ইয়েহুদিতের সম্ভাব্য আসন ৬ থেকে ৭টি এবং রিলিজিয়াস জায়নিস্ট পার্টির ৬টি। জয়েন্ট লিস্ট পেতে পারে ১১টি এবং রা'আম ৭টি আসন।

নেতানিয়াহুর মিত্রদের নির্বাচনী প্রচারে আরব-নেতৃত্বাধীন দলগুলোকে জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি হিসেবে তুলে ধরা হয়েছিল। বিশ্লেষকদের ধারণা, এ প্রচার দল দুটির সমর্থন বাড়াতে ভূমিকা রাখতে পারে। তবে বুথফেরত জরিপের হিসাব অনুযায়ী, নেতানিয়াহুর জোটের আসন কমার পাশাপাশি তাঁর নিজ শিবিরের কয়েকটি দলের সমর্থনও কমতে পারে।

তবে সব জরিপে একই চিত্র পাওয়া যায়নি। সরকারপন্থি হিসেবে পরিচিত চ্যানেল-১৪-এর বুথফেরত জরিপে নেতানিয়াহুর জোট ৬২টি আসন পেতে পারে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। সেখানে বিরোধী জোটের সম্ভাব্য আসন ৪০ এবং আরব দলগুলোর ১৮। আই-২৪ নিউজের জরিপে নেতানিয়াহুর জোট ৫৫, বিরোধীরা ৪৯ এবং আরব দলগুলো ১৬টি আসন পেতে পারে। চ্যানেল-১৬-এর জরিপে এই সংখ্যা যথাক্রমে ৫৩, ৫১ ও ১৬।

নির্বাচনের ফল নিয়ে প্রতিক্রিয়ায় আইজেনকোট বুথফেরত জরিপকে নেতানিয়াহুর সরকারের প্রতি অনাস্থার ইঙ্গিত হিসেবে বর্ণনা করেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে তিনি লেখেন, চূড়ান্ত ফল একই থাকলে তা ইসরায়েলের দায়িত্বশীল জায়নবাদী সংখ্যাগরিষ্ঠের বিজয় হবে। দ্রুত সরকার পরিবর্তন এবং সর্বজনীন সামরিক নিয়োগের পক্ষে একটি সরকার গঠনের অঙ্গীকারও করেন তিনি।

তবে বিরোধীদের সামনে প্রধান বাধা আরব দলগুলোর সঙ্গে জোট গঠন নিয়ে মতপার্থক্য। ইসরায়েল বেইতেনুর চেয়ারম্যান আভিগদর লিবারম্যান এবং বিয়াখাদের চেয়ারম্যান নাফতালি বেনেট আগেই জানিয়েছেন, আরব দলগুলোর সমর্থনের ওপর নির্ভর করে তাঁরা সরকার গঠন করবেন না। আইজেনকোটের অবস্থানও এ বিষয়ে পুরোপুরি স্পষ্ট নয়। ফলে বিরোধী শিবির এগিয়ে থাকলেও সরকার গঠনে সমঝোতা প্রয়োজন হবে।

এদিকে, নেতানিয়াহু ও আইজেনকোট—দুজনই সরকার গঠনের দায়িত্ব পেতে প্রেসিডেন্ট আইজ্যাক হারজগের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। সাধারণত সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ সমর্থন নিশ্চিত করার সম্ভাবনা বিবেচনায় নিয়ে প্রেসিডেন্ট কাউকে সরকার গঠনের দায়িত্ব দেন। কোনো পক্ষই সফল না হলে নতুন নির্বাচনের পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। সে ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বে থাকবেন নেতানিয়াহু।

এবারের নির্বাচনে গত ২৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ ভোটার উপস্থিতি হয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। ৭৭ শতাংশের বেশি ভোটার ভোট দিয়েছেন। মঙ্গলবার রাতে ভোট গণনা শুরু হলেও চূড়ান্ত ফল শুক্রবার পর্যন্ত প্রকাশিত হতে পারে। অতীতে বুথফেরত জরিপের সঙ্গে চূড়ান্ত ফলের পার্থক্য থাকায় সরকার গঠনের বিষয়ে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর আগে আনুষ্ঠানিক ফলের অপেক্ষা করতে হবে।